# ঐ মায়ের মত হয়ো না

# যে তার সন্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করতে সন্তুষ্ট !!!

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদেসী

(আল্লাহ তাঁর মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন )

১৪৩৪ হিজরী মুতাবেক ২০১৩ ইংরেজী ১৭ই নভেম্বর

ভাষান্তরে

আবু হাফসাহ

দ্বীনের বুঝ রাখে, শরীয়তের জ্ঞান রাখে, জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি আগ্রহী ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ভালবাসা রাখে এমন কোন ব্যাক্তি পাওয়া যাবে না,যে জিহাদ ও মুজাহিদদের দলে দলে বিভক্ত হওয়াকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে।
অথবা তাওহীদের দাওয়াত এবং তাওহীদের পথে কিতালের মাঝে বিবাদ করে, অথবা উপরোক্ত কোন একটিকে জিহাদ থেকে পৃথক করে, অথবা তাওহীদের সাহায্যকারী ও দাওয়াতের অনুসারীদেরকে অমুক -তুমকের অনুসারীতে বিভক্ত করে। বরং তারা হলো সৃষ্টির সবচেয়ে বড় জাহেল ও দাওয়াত ও জিহাদের পথে মারাত্মক ক্ষতিকর । আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা কর্তন করে। দ্বীনের সাহায্যকারীদের কে তারা দলে-উপদলে বিভক্ত করতে প্রয়াস চালায়। তাদের কাছে তাওহীদের সেই বন্ধন যথেষ্ট হয় না যা পরিপূর্ন ও যথার্থ !!

ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ) বলেনঃ

“কোরআন-সুন্নাহ যার জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ তায়ালা তাকে যমানার নতুন নতুন ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন না।

কোরআন-সুন্নাহ যার আরোগ্য হবে না আল্লাহ তায়ালা তার শরীর ও মনে কখনো শেফা দিবেন না।

কোরআন-সুন্নাহ যার জন্য যথেষ্ট হবে না  আল্লাহ (সুবঃ) তাকে সল্পতা ও বঞ্চনার মাঝে নিক্ষেপ করবেন।

নিশ্চয়ই আলোচনা হয় বড়দের সাথেই , ঐ নিচুদের সাথে নয় যারা হাইওয়ানের চেয়ে ও নিকৃষ্ট ।“

এরা জিহাদের সাহায্যকারী ও  সত্যিকার জিহাদ প্রেমিক হতে পারে না  বরং তারা হচ্ছে সেই মিথ্যা দাবীদার যালেম মহিলার মত যে তার সন্তানের ব্যপারে  উদাসীন ছিল । অতঃপর সে ঐ সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে সম্মত হলো যার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সে দাবি করল যে সে তার সন্তান । যদি সে তার দাবীতে সত্যবাদীই হতো তাহলে অবশ্যই তার সন্তানের প্রতি সহানুভুতিশীল হতো।

এবং  সে সেই সন্তানের দেহ কে দ্বিখণ্ডিত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করতো।  এবং সে এ কথা মেনে নিত যে , সন্তানটির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই ও সে তার মা নয়। এবং সন্তানের বিষয়টি তাকে চিন্তিত ও করত না, বা সে মেনে নিত যে সন্তানের সাথে তার বা তার সাথে সন্তানের কোন সম্পর্ক নেই।  যেমনটি তার দয়াশীল, স্নেহময়ী প্রকৃত মা করেছিল।

আর সেটা হলো, মহিলা চায় নি যে, সন্তানটি দ্বিখণ্ডিত হোক বা টুকরা টুকরা হোক ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পাঠক সেই উপমাটি বুঝতে পেরেছেন যেই ঘটনার দিকে আমি ইঙ্গিত করছি, আর সেটি হলো ঐ হাদিস যা ইমাম বুখারি (রাহঃ) উনার সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। "কিতাবুল ফারায়েজ" পর্বে "যখন একজন মহিলা সন্তান দাবী করে" নামক অধ্যায়ে বর্ণিত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং সন্তান নিয়ে বিবাদে লিপ্ত সেই দুই মহিলার ঘটনা যাদের একজনের সন্তান বাঘে নিয়ে গিয়েছিল ।

আমি এমন এক সময়ে এই রিসালাটি লিখছি , যখন কিনা আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, কিছু লোক বারংবার সেই মিথ্যা দাবীদার মায়ের বেশভূষা ধারন করছে, মিছে ক্রন্দনকারী দরদিনীর সাদৃশ্য অবলম্বন করছে।

আর যদি তারা উম্মাতের এই দুরবস্থা , উম্মাহ ও তার দ্বীনের উপর শত্রুদের আগ্রাসনের কারনে নিজ আর্তনাদে  সত্যবাদী হত এবং উম্মাহর জিহাদের অবস্থা ও তার উপর সংঘবদ্ধ হওয়াকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতো তাহলে তারা তাদের নিজেদের জন্য এই অবস্থানকে মেনে নিত না ।

বরং তারা তাদের মতো হতো যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

((الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ))

{“আল্লাহ  তায়ালা যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে ভয় করে তাদের রব কে এবং ভয় করে কঠোর হিসাব কে।“ } (সূরা রা’দ – ২১)

সুতরাং  তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে  এবং সঠিক কথা বলে।

সিরিয়ার বিভিন্ন মুজাহিদীন গ্রুপের ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট অবস্থান এবং যার কাছে জিহাদের বিষয়টি গুরুত্ববহ তার প্রতি আমাদের নসিহা হচ্ছেঃ-

সরিয়ার মধ্যে আমাদের যে সকল মুজাহিদ ভাইরা তাওহীদের পতাকাকে বুলন্ধ করেছেন তাদের সকলকেই আমরা ভালবাসি ও সাহায্য করি। তাকেও আমরা ভালবাসি ও সাহায্য করি, যে দলে দলে বিভক্ত না করে তাওহীদের পতাকাকে প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য করে।

তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে 'জাবাহাতুন নুসরাহ' এর ভাইরা এবং 'দাওলাতুল ইরাক এন্ড শামের' ভাইরা।

আমরা মুজাহিদদের দলে উপদলে বিভক্ত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট নই বরং এটা আমাদেরকে পীড়া দেয়।

তাই আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি তাওহীদের একই পতাকাতলে একই আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।

আর এটাও যদি কঠিন হয় তাহলে অন্ততপক্ষে তারা একটিমাত্র মজলিসে শূরার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যা তদেরকে একত্রিত ও মতৈক্য করে দিবে। আমরা তাদের জন্য এই দুই অবস্থা ছাড়া তৃতীয় কোন অবস্থাতে সন্তুষ্ট নই। বরং আমরা আশা রাখি প্রতিটি সেই দল তাদের সাথে মিলিত হবে যারা মূলনীতিতে এক। এটা আবশ্যক যে, সিরিয়া বাসী আমার ভাইদেরকে সিরিয়ার জিহাদের ফ্রন্ট লাইনে বা নেতৃত্বে নিয়ে আসা।

প্রতিটি  জ্ঞানবান ব্যাক্তি জানে যে, আজকে আমরা সিরিয়ার যে কঠিন যুদ্ধে  লিপ্ত আছি  তার সমাধান দলে দলে বিভক্তির  মাধ্যমে বা কোন একটি দলের পক্ষ থেকে সম্ভব নয়।

তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়  যে, মুজাহিদরা দলে দলে বিভক্ত থাকুক  অথচ কাফেরা বিভিন্ন বর্ণের হওয়া সত্তেও তারা মুজাহিদদের মোকাবেলায়  ঐক্যবদ্ধ ।

বিশেষভাবে  বাতেনিয়া, সলেবিয়া ও আরবের বিভিন্ন মুরতাদ সংস্থাগুলো এরা প্রত্যেকেই  মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরা তাঁদের তাওহীদ ও জিহাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আগ্রাসন চালাচ্ছে।

কাফেরদের এই ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন রুখা সম্ভব নয় মুজাহীদদের কে এক কাতারবন্দি হওয়া ছাড়া ।

আর এই ঐক্য মতবিরোধকে মিটিয়ে দিবে, আত্মিক শক্তিকে বৃদ্ধি করবে। এবং শাখাগত বা কম গুরুত্বপূর্ণ মাসলাহার (কল্যাণ) উপর জিহাদের সার্বিক মাসলাহাকে (কল্যাণ) প্রাধান্য দিবে।

আর কম গুরুত্বপূর্ণ বা শাখাগত মাসলাহা গুলো বিজয় ও তামকিনের (কর্তৃত্বের) পর শীঘ্রই বাস্থবায়ণ করা যাবে ইনশআল্লাহ ।

কেননা  ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে কাফেররা ক্রদ্ধ হয় , তাওহীদবাদীদের চক্ষু শীতল হয় এবং মুজাহিদদের কাতার শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ))

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এক কাতারবন্দি হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।  (সূরা আস সফ-২)

ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু নসিহাঃ

১। আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি , রাসূল (সাঃ) এর শরয়ী রাজনীতি দিকে লক্ষ্য রাখার  বিষয়টি ।  বিশেষভাবে মদীনায় মুসলমানদের ইসলামী রাস্টের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মুসলমানরা শক্তিশালী ছিল না।

তিনি (সাঃ) বিদ্যমান সকল সন্ধিচুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। এমনকি ইয়াহুদীদের সাথে ও সন্ধি করেছেন। আর এই চুক্তি ইসলামী রাস্ট শক্তিশালী হওয়া বা কাফেররা ভঙ্গ না করার আগ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন।

মুনাফিকদের  কারো কারো কাছ থেকে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ান নি। বরং তাদেরকে মুসলমানরা শক্তিশালী হওয়ার আগ পর্যন্ত অব্যাহতি ও অবকাশ দিয়েছেন।

আর  অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যাতে মানুষ এ কথা না বলতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সাথীদের হত্যা করেন।  লোকদের নতুন ইসলামে প্রবেশের বিষয়টি ও রাসূল (সাঃ) লক্ষ্য রাখতেন।

২। আমি তাদেরকে  স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি...

জাগতিক শক্তি ও উপাদান এর ব্যপারে রাসূল (সাঃ) এর লক্ষ্য রাখার বিষয়টি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াক্কুল কারী , সবরকারী ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সর্দার হওয়া সত্ত্বেও শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার প্রতি ,প্রভাব ও শক্তির কমতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করেছেন ।

৩। জাহেলিয়াত থেকে লোকদের নতুন ইসলামে আসার কারনে তাদের অনেকের অন্তরে  ইসলাম এখনো প্রোথিত হয় নি এই বিষয়টি ও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। এসব গুলো বিষয়ই রাসূল (সাঃ) বিবেচনায় রেখে কাজ করেছেন ।

যদিও তিনি মুহাজির ও আনসারের নামের আধিক্যেকে মিটিয়ে দিয়েছেন।

তথাপি  মানুষের মনে তাদের নেতাদের নের্তৃত্বের বিষয়টি যে গেঁথে ছিল এবং বিভিন্ন  ঘটনায় তাদের নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ এসব ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। আর সীরাতে এ ব্যাপারে প্রমাণাদি ভরপুর ।

যে ব্যাক্তি  এসকল স্তরগুলো জ্বালিয়ে দিবে,এসব বিবেচ্য বিষয়াদি মিটিয়ে দিতে তাড়াহুড়া করবে ,এগুলো গুরুত্ব দিবে না , সে যেন কোন জিনিসকে তার যথার্থ সময়ের পূর্বে নিয়ে আসতে তারাহুড়া করল।

সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার  প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি।  ফলে অচিরেই সে লড়াইয়ের এই প্রাঙ্গনে দলে দলে বিচ্ছিন্ন হতে দেখবে। এবং একই সময়ে অসংখ্য গ্রুপের আবির্ভাব ঘটবে । আর  এটা  রাসূল  (সাঃ) এর রাজনীতি এর  অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪। তাই  আমরা পছন্দ করি সিরিয়ার জিহাদের নের্তৃত্বে এবং সম্মুখভাগে তার নিজ দেশের আমাদের তাওহীদবাদী ভাইরা চলে আসুক।

আর এতেই আমরা মাসলাহা (কল্যান) দেখতে পাচ্ছি। এজন্যে আমি আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি জিহাদের বিভিন্ন মা'রেকা (যুদ্ধক্ষেত্র) গুলো  উপমা হিসেবে পেশ করছি।

আর যারা  এই  জিহাদকে  জাহেলী  বর্ডার সেক্সবিকু এর সীমা রেখার  বিভাজনের সাথে  জড়িত  থাকার মিথ্যাদাবী তুলে  বিষয়টি উপেক্ষা করে , আমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই।

কস্মিনকালে ও আমরা সিরিয়াকে এধরনের কোন কিছুর সাথে সম্পর্কিত করি না । বরং এটাকে আমরা  সম্পর্কযুক্ত করি আল্লাহর কিতাবের সাথে । যেমনটি আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের প্রেরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখেছেন।  (অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকেই তার নিজ কাউমের লোকদের থেকেই বানিয়েছেন।

সুতরাং  নবীদের ক্ষেত্রেই যদি নিজ কাউমের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে তো অন্যদের ক্ষেত্রে এটি আরো অধিক প্রযোজ্য । অনুরূপ ভাবে আমরা এই বিষয়টিকে রাসূল (সাঃ) এর রাজনৈতিক দুরদর্শিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করছি যে ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) সচেতন ছিলেন । বিভিন্ন ঘটনায় বা ক্ষেত্রে তিনি এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন নি ।

৫।  জিহাদের  ইমারাহ , তামকিনের আগের ইমারাহ ও পরের ইমারার মধ্যে এবং  'ইমারাতুল মু'মিনিন' ও 'তামকীন প্রাপ্ত দাওলাত' এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য, যে ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হওয়া জরুরী । আর খেলাফত তো অনেক দূরের বিষয়।

সুতরাং প্রতিটি জিনিষকে তার যথার্থ নাম ও প্রকৃত স্থানে রেখে তার সাথে আচরণ করা উচিত। বাস্তবিক শরয়ী নামে  নামকরণ করে প্রতিটি বিষয়কে তার সঠিক স্থানে রাখা উচিত। তাহলে তার উপর এমন কিছু বর্তাবে না যা ওয়াজিব নয়, এমন কিছু প্রয়োগ হবে না যা প্রয়োগ হওয়ার নয়।

আমি আমার মুসলমান ভাইদেরকে সাধারণভাবে এবং দ্বীনের সাহায্যকারীদের বিশেষভাবে আহ্বান করছি সিরিয়াতে তাওহীদের ঝান্ডাকে সাহায্য করার জন্য।

তাগুত শাসকবর্গ ও আগ্রাসী শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্কদৃষ্টি রাখার জন্য যারা জিহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। যারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বদনাম রটাচ্ছে। এসব কাফের শাসকদের মিথ্যা রটনাকে সত্যায়ণ করা এবং তাদের বাতিলকে সাহায্য করা থেকে সতর্ক হৌন।

বিশেষভাবে আমি আমার তালেবে ইলম ভাইদেরকে এই বরকতময় পতাকাকে সাহায্য করার জন্য ও একে প্রতিরক্ষা করার জন্য আহ্বান করছি। আহ্বান করছি বাড়াবাড়ি অথবা কোন একদলের পক্ষপাত না করে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য।

কেননা পক্ষালম্বনকারী ব্যাক্তি সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করতে পারে না।

জেনে রেখো যে তাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা চায় যে তারাও জিহাদে বের হৌক এবং তারা তাদের সাহায্য কামনা করে। তারা আমার কাছে বারংবার এই আবেদন করেছে যে , আমি যেন এ বিষয়টি তোমাদের কে স্মরণ করিয়ে দেই যে, মুজাহিদরা তালেবে ইলমদের সাহায্যের প্রতি তাকিয়ে আছে। তারা যেন তাদের দেহ, বল্লম, জিহ্বা,খঞ্জর ও কণ্ঠ দ্বারা সর্বাত্নকভাবে সাহায্য করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ))

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হও।

আমি এই  রিসালাহ লিখেছি তাওহীদের ঝান্ডাকে সাহায্য করতে, জিহাদ ও মুজাহীদদের  কল্যাণে, আমার নিকট তাদের নসীহা চাওয়ার প্রতি আগ্রহ দেখে।

তারা যদি আমার কাছে নাও চাইত তথাপি এটা আমার উপর আবশ্যক ছিল এ ব্যাপারে কিছু লেখা। আর তারা যখন চাইলোই তখন তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

তারা  আমাকে  জানিয়েছে যে, তারা আমার নসীহাকে গুরুত্ব দেয়। আমার দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে না । তারা আমার লিখনী গুলোকে তাদের সৈনিকদের শিক্ষা দেয়।

সুতরাং  আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও তাদেরকে কবুল করেন।  মুজাহিদদের কাতার গুলোকে এক করে দেন।  তাওহীদের ঝান্ডাকে শক্তিশালী করেন ও শিরকের পতাকাগুলোকে পদানত  করে দেন। আমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করেন। শত্রুদের কাঁধ ও গর্দানগুলোকে আমাদের বশে এনে দেন।

আমীন! ছুম্মা আমীন!!

লেখকঃ-

খাদেমুল মুজাহিদীন

শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদেসী